05 2002

সবার জন্য শিক্ষা এবং বিদ্যমান বাস্তবতা

বিবিধ আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়া উদযাপিত হইয়া গেল প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। গত শনিবার ছিল সপ্তাহের সমাপনী দিবস। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করিতে সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই দিকে গত বৃহস্পতিবার বিয়াম মিলনায়তনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেন যে, সকল শিশুকে স্কুলে পাঠাইতে না পারিলে কাংক্ষিত সাফল্য পাওয়া যাইবে না। তাহার এই অভিমতের যথার্থতা নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে উদ্যোগ আয়োজনে কোনো ঘাটতি যে নাই, তাহা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী প্রাইমারী স্কুল ছাড়াও আছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও সরকারী কোষাগার হইতে নির্ধারিত হারে ভাতা পাইয়া থাকেন। কিছু কিছু এনজিও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের বস্তি এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে। উপরন্তু, সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পরিবারের জন্য হাতে নিয়াছেন অর্থনৈতিক সহায়তা স্কিম। একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক মাসে একশত টাকা সাহায্য পাইয়া থাকেন। কোনো পরিবারের দুইটি শিশু স্কুলে গেলে সেইক্ষেত্রে দেওয়া হয় একশত পঁচিশ টাকা। অন্যদিকে গণশিক্ষা তথা বয়স্ক লোকদের নিরক্ষরতার অবসানকল্পেও কর্মসূচী চালু রহিয়াছে। শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে এইখাতে প্রতিবৎসরই দেওয়া হইয়া থাকে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ। চলতি অর্থবর্ষে মোট বাজেটের ১৬ শতাংশ রাখা হইয়াছে শিক্ষাখাতে। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন আগামী বৎসর এই বরাদ্দ আরও বাড়ান হইবে। পূর্বোল্লিখিত সেমিনারে অর্থমন্ত্রী আরও তথ্য প্রকাশ করেন যে, শিক্ষকস্বল্পতা দূর করার জন্য শূন্যপদে ২০ হাজার নূতন নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষাখাতে মোট বাজেট বরাদ্দের এক বিরাট অংশ যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যয়িত হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সব মিলাইয়া শিক্ষা উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টা আপাত উৎসাহব্যঞ্জক।

তারপরও প্রশ্ন আছে এবং আছে বলিবার কথা অনেক। কোনো সন্দেহ নাই যে, উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব শর্তটি হইল শিক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া তোলা। মানসম্মত শিক্ষা ছাড়া ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। দেশ-বিদেশের মনীষীরা এই কথাটি বলিয়া গিয়াছেন বহুবার, বহুভাবে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষেই শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়া তর্কের অবকাশ নাই বিন্দুমাত্র। তবে শিক্ষা বলিতে কি ধরনের শিক্ষা বুঝান হইবে সে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বড় করিয়া আঁকাবাঁকা অক্ষর আঁকিয়া নাম দস্তখত করিতে পারিলেই শিক্ষার দাবী মিটিয়া যায় কিনা-তাহাও ভাবিবার বিষয়। সাক্ষরতা অভিযানের সাফল্যের পরিসংখ্যান দিতে গিয়া এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্তদের মাথা গণনা করিয়া তাক লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে বৈকি। কিন্তু, ইহাতে শিক্ষাপ্রসার পরিকল্পনার মোক্ষ সাধন হইবার নয়। মানবসম্পদের উন্নয়ন বলিতে যাহা বুঝায় 'নাম দস্তখত করিতে পারার' শিক্ষা দিয়া তাহা অসম্ভব। কিন্তু, আমাদের দেশে বিষয়টি অনেকক্ষেত্রে এই রকমই থাকিয়া যাইতেছে বলিয়া ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা। প্রতিটি শিশুর স্কুলে যাওয়া অত্যাবশ্যক। স্কুলে পাঠাইবার মত উৎসাহব্যঞ্জক একটি পরিবেশও সৃষ্টি হইয়াছে। তবে প্রাইমারী স্কুলে যাওয়াটাই কিন্তু শেষ কথা নয়।

স্কুলে ভর্তি হইবার পর শিশুটি যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হইয়া নিদেনপক্ষে প্রাইমারীর চৌকাঠ পার হইতে পারিল কিনা, তাহাও দেখিবার বিষয়। আবার নামকাওয়াস্তে এক দুই তিন করিয়া পাঁচ ক্লাস ডিঙ্গাইয়াও শিক্ষার্থীদের অনেকে কিছুই শিখিতে পারে না। পাঠ্য বইয়ের নামটি পর্যন্ত জানা হইয়া উঠে না কারো কাহারো। বহু ছেলেমেয়ে মাঝপথেই স্কুল ছাড়িয়া যায়। ইহারা না বাইতে পারে হাল, না টানতে পারে জাল। এদের অনেকে অকালকুষ্মাণ্ডের মত বখিয়া যায়। পরিবার ও সমাজের জন্য পরিণামে ইহারা বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। আশেপাশের প্রত্যেকটি শিশু যাতে স্কুলে যায়, সেটা যেমন দেখা দরকার, তেমনই স্কুলে লেখাপড়ার সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখিতে নিজ নিজ অবস্থান হইতে প্রত্যেকেরই ভূমিকা রাখা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিলেই কেবল সার্থক হইতে পারে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী।